দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 29 OCT 2002
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

কিছু না লিখেই ৯৮ জনের ডিগ্রী লাভ

পরীক্ষায় খাতা বদলের চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস

রেজানুর রহমান ॥ পরীক্ষার হলে নকল প্রবণতা কিছুটা দূর হলেও দেখা দিয়েছে নতুন উপসর্গ। এই উপসর্গে যুক্ত হয়েছে খাতা বদলের নতুন টেকনিক। এজন্য পরীক্ষার হলে হাজিরা দিয়ে খাতায় লেখার 'অভিনয়' করলেই চলে। অর্থের পরিমাণ অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট পাওয়া যায় সহজেই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গত ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফলে খাতা বদলের এক চাঞ্চল্যকর চিত্র ধরা পড়েছে। এই চিত্রটি রাজশাহী কলেজের। ১০০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯৮ জনই পরীক্ষার হলে খাতায় তেমন কিছু লেখেননি। কিন্তু তারা পাস করেছেন। অকৃতকার্য দুজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে একজনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে ঘটনাটি ধরা পড়েছে। এর ফলে কেচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে এসেছে। শুধু রাজশাহী কলেজেই নয়, নগরীর কয়েকটি কলেজেও এই ধরনের নিন্দনীয় ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

জানা যায়, গত বছর ডিগ্রী পরীক্ষার সময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে রাজশাহী কলেজে শক্তিশালী ভিজিলেন্স টীম পাঠানো হয়। পরীক্ষা শেষে ভিজিলেন্স টীমের সদস্যরা ঢাকায় ফিরে এসে জানান, পরীক্ষা নকলমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। হলের ভেতর কাউকে ঘাড় ফেরাতে দেয়া হয়নি। (২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

ডিগ্রী পরীক্ষায় খাতা বদলের

(১ম পৃঃ পর)

ফলাফল প্রকাশের পর দেখা যায় ১০০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র দু'জন ছাড়া সবাই পাস করেছে। কিন্তু হঠাৎ একদিন একজন অকৃতকার্য পরীক্ষার্থী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আব্দুল মোমিন চৌধুরীর সাথে দেখা করার পর হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। রাজশাহী কলেজের এই অকৃতকার্য ডিগ্রী পরীক্ষার্থী বিস্ময় প্রকাশ করে ভিসিকে জানায়, 'স্যার যারা পাস করেছে তারা কেউই পরীক্ষার হলে খাতায় লেখেনি। আমি খাতায় লিখেছি অথচ পাস করিনি।' অকৃতকার্য এই পরীক্ষার্থীর অভিযোগ তদন্ত করতে গিয়ে দেখা যায়, ৯৮ জন পরীক্ষার্থীর কেউই পরীক্ষার হলে খাতায় লেখেননি। বাইরে লেখা তাদের খাতা জমা দেয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে ভিসি প্রফেসর আব্দুল মোমিন চৌধুরী স্বয়ং এই তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আমরা দারুণ শঙ্কায় আছি। খাতা বদলের এই টেকনিক প্রতিহত করা না গেলে শিক্ষার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। ভিসির মুখে এই চাঞ্চল্যকর সংবাদ পেয়ে শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা সচিবসহ বৈঠকে উপস্থিত সকলেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান।

একটি সূত্র জানায়, শুধু রাজশাহী নয়, ঢাকা শহরের বিভিন্ন কলেজেও খাতা বদলের স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। পরীক্ষা শেষে যত দ্রুতসম্ভব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে খাতা পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হলেও ঢাকা নগরীর খাতা ঢাকা নগরীতেই পৌছানো হচ্ছে গভীর রাতে অথবা পরের দিন। কেন খাতা দেরিতে পাঠানো হয় তা তদন্ত করা হচ্ছে।